মেহেরপুরের বারাদীতে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের বারাদী ইউনিয়নে ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার বেলা ১১টায় মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় মাঠে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সদস্য ওমর ফারুক লিটনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

জাতীয় সংগীতের তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, দলীয় সংগীত পরিবেশন, শান্তির প্রতীক পায়রা উড়ানো এবং পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এ সময় সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া করা হয়।

ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন আফারুল ইসলাম ডাবলু ও সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন কামরুজ্জামান মুকুল ও আবু হাসনাত সানি। পরে সভাপতি পদ থেকে সেলিম হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে আবু হাসনাত সানি তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আফারুল ইসলাম ডাবলু সভাপতি ও কামরুজ্জামান মুকুল সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, “নতুনভাবে দেশে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপিকে নিয়েও ষড়যন্ত্র চলছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপি মনে করে, গতকাল (আমঝুপিতে) হামলা ঐ ষড়যন্ত্রেরই অংশ। আপনারা বিএনপিকে দুর্বল করতে চান, কিন্তু আপনাদের অভিলাষ বাংলাদেশের মাটিতে আর পূরণ হবে না।”

এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম, সদস্য হাফিজুর রহমান হাফি, সাবেক সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রোমানা আহমেদ প্রমুখ। এ সময় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]!

[redacted]

[redacted]

[redacted]

অংশ নিতে পারেন না।”

মেহেরপুরে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলন ঘিরে দফায় দফায় হামলা- সংঘর্ষ, আহত ১০

দলীয় কোন্দলের জের ধরে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। এ ঘটনায় জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা কাজী মিজান মেনন, মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ প্রায় ১০ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

আজ শুক্রবার সকাল ১১ টা থেকে দুপুর পর্যন্ত কয়েক দফায় এ হামলা- সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আহতদের অভিযোগ, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম এবং তার ভাই সফিকুল ইসলাম-এর নেতৃত্বে তাদের সমর্থকরা সম্মেলনস্থলে হামলা চালান। তারা সম্মেলনে আসা নেতাকর্মীদের বাধা দিচ্ছিলেন, আর প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলার শিকার হতে হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকাল থেকেই সংঘর্ষের একাধিক পর্ব চলে। লাঠিসোটা ও ইটপাটকেল নিয়ে উভয় পক্ষ মুখোমুখি হয়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা জানাচ্ছেন, ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত এবং সম্মেলন বানচালের উদ্দেশ্যেই হামলা হয়েছে।

আমঝুপি ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আজিমুল বারি লাভলু বলেন, ইউনিয়ন সম্মেলনকে ঘিরে কয়েকদিন ধরে সাইফুল ইসলামের লোকজনের নানা হুমকি শোনা যাচ্ছিল। প্রথমে আমঝিুপি হাইস্কুল মাঠ, তার পরে নিলকুঠি চত্বরে সম্মেলন করার কথা ছিলো।

পরে তাদের বাঁধার কারণে উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে করার সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক সকাল থেকে নেতাকর্মীরা সম্মেলন স্থলে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথে সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই শফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে তাদের কর্মী সমর্থকরা নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করে। বাঁধা প্রতিরোধ করতে গেলে তারা লাঠি নিয়ে নেতাকর্মীদের উপর হামলা করেন। খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, পুলিশ ঘটনাস্থলে আসলেও তারা তাদেরও তোয়াক্কা না করে দফায় দফায় হামলা শুরু করে। পরে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান ভাই গাড়ি বহর নিয়ে সম্মেলন যেতে গেলে গাড়ি ভাংচুর করে এবং কামরুল ভাইয়ের উপর হামলা করে।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী, র্যাব ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীও। তবে আইন-শৃঙ্খলবা বাহিনীর সামনে হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলেও তাদের নিরবতা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

অভিযুক্ত উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বলেন, দীর্ঘ দিন আমরা যারা লড়াই সংগ্রাম করে বিএনপি’র জন্য জীবন বাজি রেখেছি। সেই সকল ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে হাইব্রিডদের নিয়ে কমিটি করা হচ্ছে। এ কারণে ওই নেতাকর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ আহমেদ বলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুনের কর্মী সমর্থকরা দলীয় প্রতিটি কাজে বাঁধা প্রদান করে যাচ্ছে। সকল বাঁধা পেরিয়ে আমরা দলীয় গঠণতন্ত্র মোতাবেক ইউনিয়নগুলোতে কাউন্সিল করছি। আমঝুপিতেও তার সমর্থক সাইফুল চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা আমাদের সদস্য সচিবসহ নেতাকর্মীদের উপর হামলা করে জখম করেছে। আমরা বিষয়টি কেন্দ্রে জানিয়েছি।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন বলেন, “সংঘর্ষের পরপরই পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

প্রসঙ্গত, আজ শুক্রবার ২৩ মে বিকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপি’র দ্বি-বার্ষীক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। স্থানীয়

উত্তরপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাউন্সিলরদের ভোটের মাধ্যমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাধারণ সম্পাদক পদে হাফিজুর রহমান বিনা প্রতিদ্বন্দীতায় বিজয়ী হয়েছেন। সভাপতি পদে জহির হোসেন চঞ্চল, মোস্তাক রাজা, স্বপন আহমেদ প্রতিদ্বন্দীতা করছেন। সম্মেলনে জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সদস্য সচিব অ্যাড. কামরুল হাসান , যুগ্ম আহবায়ক ফয়েজ মহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, ওমর ফারুক লিটন অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে রাজমিস্ত্রী নিহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দক্ষিণ ভরাট গ্রামে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে হাউস আলী (৪০) নামের এক রাজমিস্ত্রি নিহত হয়েছেন। তিনি ওই গ্রামের রিয়াজ উদ্দীনের ছেলে।
আজ শুক্রবার বেলা ১১ টার সময় নিজ বাড়িতে গ্রাউন্ডার মেশিন দিয়ে দেয়াল কাটার সময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন তিনি। এসময় গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃতু ঘোষণা করেন।
গাংনী থানা ওসি বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতের বড়ভাই গিয়াস উদ্দিন জানান, নিজের ঘরের দেয়াল কাটা সময় তিনি গ্রাউন্ডার মেশিনে বিদ্যুৎসৃষ্ট হলে মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসি। হাসপাতালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

আমঝুপিতে বিএনপির সম্মেলন ঘিরে হামলা-সংঘর্ষ চলছে

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে ইউনিয়ন বিএনপির সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে দফায় দফায় হামলা ও সংঘর্ষের ঘটনা চলছে। এ খবর

পাওয়া পর্যন্ত জেলা বিএনপির সদস্যসচিব অ্যাড. কামরুল হাসান, বিএনপি নেতা মনোয়ারুল হোসেন চঞ্চল, আজিমুল বারি লাভলুসহ বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে বলে জানা গেছে।

অভিযোগ উঠেছে, আমঝুপি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ও তার ভাই সফিকুল ইসলামসহ তার কর্মী সমর্থকরা এ হামলা চালিয়েছে। তারা সম্মেলন স্থলে নেতাকর্মীদের বাঁধা প্রদান করছেন। প্রতিরোধ করতে গেলেই হামলা শিকার হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন আহতরা।

বিস্তারিত আসছে..

মেহেরপুরে মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

মেহেরপুরে “মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন নির্দেশিকা- ২০২৪” বিষয়ে এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ কর্মশালার আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, “সাপোর্টিং ইমপ্লিমেন্টেশন অফ মাদার এন্ড চাইল্ড বেনিফিট প্রোগ্রাম (SIMCBP)” প্রকল্পের আওতায়।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন, মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক নাসিমা খাতুন। এতে সদর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা আনিসুর রহমান, বিআরডিবি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, বারাদি ইউনিয়নের সচিব আজিম উদ্দিনসহ সদর উপজেলার সব ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও মেম্বারগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া,

উপকারভোগী নির্বাচন ও মনিটরিং পদ্ধতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

মেহেরপুরে সমৃদ্ধি কর্মসূচির উন্নয়ন মেলা অনুষ্ঠিত

সমৃদ্ধি কর্মসূচির অংশ হিসেবে মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার উদ্দ্যোগে উপজেলা দিবস উপলক্ষে একটি উন্নয়ন মেলার আয়োজন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার হান্নানগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

উন্নয়ন মেলায় গ্রামীণ পিঠা সহ নানা ধরনের পণ্যের স্টল স্থান পায়, যা দর্শনার্থীদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। মেলার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম। তিনি ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধন করেন এবং পরে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর দারিদ্র্য বিমোচন সংস্থার উপপরিচালক জালাল উদ্দিন, সহকারী পরিচালক জুবায়ের আলমসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। তারা এই মেলার মাধ্যমে স্থানীয় উদ্দ্যোগ ও পণ্যের প্রসারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মুজিবনগরে সহকর্মীদের পিটুনিতে দলিল লেখক আহত

মেহেরপুরের মুজিবনগর সাব রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র সহকর্মীদের পিটুনি ও ইটের আঘাতে আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলিল লেখক রাজু আহমেদ। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে এ

ঘটনা ঘটে।

আহত ব্যক্তি জয়পুর গ্রামের গোলাম হালসোনার ছেলে রাজু আহম্মেদ। তিনি সাব রেজিস্ট্রার অফিসে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত একজন দলিল লেখক (লাইসেন্স নং-৩৫)। আহত রাজুর অভিযোগ, জমি রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণের পর তা অন্য মুহুরিরা ছিঁড়ে ফেলেন। এতে তিনি প্রতিবাদ জানিয়ে বিষয়টি মেহেরপুর জেলা সেনাবাহিনী ও তাঁর সরাসরি কর্মকর্তাকে জানান।

আজ বৃহস্পতিবার একটি প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুপুরের খাবারের সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে শহিদুল মুহুরি, জমির মুহুরি ও তাদের সহযোগীরা রাজুর ওপর অতর্কিত হামলা চালান। রাজুর দাবি, তিনি আশেপাশের মুহুরিদের কথাবার্তা ও আচরণে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিলেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত দেখে পাশের একটি স্কুলে আশ্রয় নেন। কিন্তু হামলাকারীরা বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে স্কুলের ভেতরে ঢুকে আমাকে পিটিয়ে ও ইট দিয়ে মাথায় আঘাত করে এতে আমি গুরুতর আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়ি। পরে উপস্থিত এক ব্যক্তি তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্ত দলিল লেখক শহিদুল ইসলাম বলেন, আমি এবিষয় সম্বন্ধে কিছুই জানিনা। আমি প্রশিক্ষণ শেষে আমার ঘরে বসে খাচ্ছিলাম এ সময় রাজু আমার ঘরে এসে মুহুরী হযরতকে গালিগালাজ করতে থাকে, আমি নিষেধ করলে আমার উপর উত্তেজিত হয়ে আমাকে গালিগালাজ করে এবং আমাকে আচমকা ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেয় এ সময় আশেপাশের মুহুরিরা প্রতিবাদ করলে সে পালিয়ে যায় পরে কি হয়েছে আমি কিছুই জানিনা। আমার বিষয়ে সে যদি কিছু বলে থাকে সব মিথ্যা কথা বলেছে।

এ বিষয়ে এখনো পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনার তদন্ত এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আহত রাজু আহম্মেদ ও তার পরিবার।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের দলিল লেখক কমিটির সভাপতি আফাজ উদ্দিন মুহুরীর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ঘটনার সময় তিনি নামাজে ছিলেন এবং এই ঘটনার বিষয় তিনি কিছুই জানেন না।

ঘটনার বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, ঘটনাটি তিনি শুনেছেন কিন্তু এখনও কোন লিখিত অভিযোগ পাননি লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২০ টাকা খরচে পুলিশে চাকরি পেলেন ৯ জন

মোছাঃ ফারজানা খাতুন, একজন সংগ্রামী তরুণী। দুইবার ব্যর্থতার পরও হাল ছাড়েননি। অবশেষে নিজের যোগ্যতা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ তিনি এবার প্রাথমিকভাবে পুলিশের চাকরির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন।

তিনি বলেন, আমার ফরম পূরণ করতে ১২০ টাকা লেগেছে, এর বাইরে আমার এক টাকাও খরচ হয়নি। আমি সম্পূর্ণ নিজের যোগ্যতায় এখানে এসেছি। আজ আমি খুবই খুশি, কারণ দুইবার ব্যর্থ হওয়ার পর অবশেষে নিজের যোগ্যতায় আমি পুলিশের চাকরিতে নির্বাচিত হয়েছি। শুধু আমি নয়, আমার বাবা-মাও অনেক খুশি।

তিনি আরও জানান, তার বাবা একজন কৃষক। অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশোনা করিয়েছেন। আজকের এই সাফল্যে তিনি যেমন গর্বিত, তেমনি তাঁর বাবা-মাও আনন্দে আপ্লুত।

নির্বাচিত একজন বলেন, চাকরি পাওয়া অবশ্যই আনন্দের বিষয়। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পর নিজের যোগ্যতায় এই চাকরি পাওয়া সত্যিই গর্বের। আমার বাবা একজন কৃষক। তিনি অনেক কষ্ট করে আমাকে পড়াশোনা করিয়েছেন, যার ফল আজ আমি হাতে পেয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক কষ্টের পর এই সাফল্য আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত। এ অর্জন শুধু আমার একার নয়, আমার পরিবারের, বিশেষ করে আমার বাবার স্বপ্নপূরণের এক গর্বিত মুহূর্ত।

মেহেরপুরে পুলিশ কনস্টেবল (টিআরসি) পদের নিয়োগ পরীক্ষায় শতভাগ মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রাথমিকভাবে মনোনীত হয়েছেন ৮ জন পুরুষ এবং ১ জন নারীসহ মোট ৯ জন।

নিয়োগের পুরো প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন নিয়োগ বোর্ড।

মেহেরপুর পুলিশ লাইন্সে নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপে প্রার্থীরা শারীরিক মাপ, শারীরিক সক্ষমতা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরীক্ষা-

নিরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। নিজেদের মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে ৯ জন প্রার্থী চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন। ওয়েটিং লিস্টে আছেন ২ জন।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ মে) বিকেলে সাড়ে ৫ টায় মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম।

পুলিশ সুপার বলেন, প্রাথমিকভাবে ৯ জন প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন এবং আরও ২ জন ওয়েটিং লিস্টে রয়েছেন। তাদের কারো সাথেই কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন হয়নি। যদি কারো সঙ্গে লেনদেন হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের কাছে লিখিত অভিযোগ দিন, আমরা সেই টাকা ফেরতের ব্যবস্থা করব। তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

যারা এখানে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছেন, তারা সম্পূর্ণ নিজেদের যোগ্যতার ভিত্তিতেই নির্বাচিত হয়েছেন। এখানে কোনো তদবির বা সুপারিশের ভূমিকা ছিল না। অর্থাৎ, শুধুমাত্র মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন হয়েছে।

জেলা পুলিশ পুরোপুরি স্বচ্ছতা বজায় রেখেছে। সাংবাদিক ভাইদের প্রতি অনুরোধ থাকবে আপনারা যদি কোনো লেনদেন বা অনিয়মের প্রমাণ পান, তাহলে যথাযথ ডকুমেন্টসহ আমাদের সামনে তুলে ধরুন। আমরা অবশ্যই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব। তবে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এমন কোনো অনিয়ম ঘটার সুযোগ ছিল না।

ফলাফল ঘোষণাকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান, মাগুরা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এ.এস.এম মুক্তারুজ্জামান, কুষ্টিয়া জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার।

নতুন চাকরি পাওয়া তরুণ-তরুণীরা তাদের মেধা ও যোগ্যতায় বাংলাদেশ পুলিশের গর্বিত সদস্য হতে পেরে উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত।